Prantik Gabeshana Patrika
ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024

বাংলা ছোটোগল্পে ছিটমহল
শচীন দাশের ছোটোগল্প

সামিরুল ইসলাম

Link : https://bit.ly/47ObRav

সারসংক্ষেপ : ভারত ও স্বাধীন বাংলাদেশের ছিটমহলের পটভূমিতে লেখা শচীন দাশের গল্পগুলি হলো ছিটমানুষ, ছিটপাখি, ছিটমহলের ভূমি, ছিটমানুষের বৃত্তান্ত। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সাহিত্যে যে ভাবে প্রতিফিলিত হয়েছে ছিটমহল সমস্যা সেভাবে হয়নি, অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গেছে। শচীন দাশের গল্পগুলিতে ছিটমহলের মানুষের আশা-নিরাশা, তাঁদের সঙ্কট, হ্যাঁ-দেশ না-দেশের দ্বন্দ্ব খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসন না থাকায় ছিটমহলগুলি হয়ে উঠেছিল অপরাধ জগতের ক্ষেত্রভূমি, ছিলনা কোনো নিরাপত্তা। নারীপাচার বা ধর্ষণ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা।

সূচক শব্দ : দেশভাগ, ছিটমহল, রাষ্ট্রহীন ভূখণ্ড, আত্মপরিচয়ের সঙ্কট, নিরাপত্তাহীনতা, নারী-নির্যাতন, স্বাধীনতা

বাংলা ‘ছিটমহল’ শব্দটি যদি আমরা ভেঙে নিই তাহলে এর দুটি অংশ পাব, ‘ছিট’ ও ‘মহল’। সাধারণত ‘ছিট’ বলতে বোঝায় টুকরো বা খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন অংশ, আর ‘মহল’ শব্দের অর্থ কোনও ব্যক্তি বা শাসকের অধীনে থাকা ভূসম্পত্তির অংশ বিশেষ। তাহলে ‘ছিটমহল’ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভূসম্পত্তির অংশ-বিশেষ। ‘ছিটমহল’ শব্দটি হয়তো অনেকের কাছেই অপরিচিত বা অজানা। ছিটমহলের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Enclave’। ছিটমহল বলতে বোঝায় একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত অন্য একটি দেশের ভূখণ্ড। আসলে ছিটমহলগুলি একটি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ বা ভূমি, যার অধিবাসীগণ অন্য একটি দেশের নাগরিকবৃন্দ ও ভূমি দ্বারা আবৃত, আবার নিজের দেশের কাছেও তাঁরা নাগরিক হিসেবে পরিগণিত নন। তাঁরা ব্রাত্য। কোথাও ঠাঁই নেই ওঁদের — না নিজ দেশে, না পরদেশে। এ. এস. এম. ইউনুছ তাঁর ‘কাঁটাতারে অবরুদ্ধ ছিটমহল’ গ্রন্থে ছিটমহলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ —

প্রথমত, যখন কোনো রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র এক অংশ সম্পূর্ণভাবে অন্য রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তখন তাকে ওই পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রের ছিটমহল বলা হয়। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ‘রবিনসনের’ মতে, ছিটমহল রাজনৈতিক ভূতাত্ত্বিক আলোচনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, ছিটমহল শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দ্বীপায়নিক রাজ্য।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশ ভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্থল দ্বারা বেষ্টিত রাষ্ট্রের এ ধরনের অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন অংশ যা ভিন্ন রাষ্ট্রের স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেগুলোকে এনক্লেভ (enclave) বা ছিটমহল বলা হয়।

চতুর্থত, ছিটমহল বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝায় তা হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত ভূখণ্ড যা তার শাসনাধীন নয়। অন্যভাবে বলা যায়, একটি দেশের ভিতর ক্ষুদ্র এলাকা যা অন্যদেশের রাষ্ট্র প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়।[১]

আবার কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র এক অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন ছিটমহলকে। তাঁর ভাষায়, ‘ছিটমহল হলো দেশের ভিতরে বিদেশ আবার বিদেশের ভিতরে দেশ।’[২]

ইংরেজি ভাষায় ছিটমহলের প্রতিশব্দ enclave. Enclave একটি ফরাসি শব্দ। এটি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একই ভাষার enclaver শব্দ থেকে আগত। পরবর্তীকালে enclave শব্দটি ইংরেজি ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজি ভাষায় enclaveএর একটি সমার্থক শব্দ exclave. Enclave ও Exclave শব্দ দুটি সমার্থক হলেও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, যেমনটা আছে immigrant ও emigrant শব্দ দুটির মধ্যে। কোনো একটি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত ছিটমহলে

যদি অপর কোনো রাষ্ট্র বলপূর্বক নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাহলে সেই ছিটমহলকে বলা হয় Exclave.‘Enclave’-এর সংজ্ঞায় Oxford English Dictionaryতে (1985) বলা হয়েছে — “A portion of territory entirely surrounded by foreign dominion”.

দেশভাগের ফলে এক রাশ যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে, আজন্মলালিত চেনা পরিবেশ ছেড়ে একদেশের মানুষ অন্যদেশে পাড়ি দেয়। এই পাড়ি দেওয়া মানুষগুলো ছাড়াও একশ্রেণির মানুষ ছিলেন যাঁদের পাড়ি দিতে হয়নি কিন্তু তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন নিজ দেশে পরবাসী। তাঁরা হারান নি কিছু একথা যেমন সত্য, তেমনই তাঁদের ছিল না কিছু, একথাও সমানভাবে সত্য। এঁরা হয়ে পড়লেন অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। এঁদের একমাত্র পরিচয় এঁরা ছিটমহলবাসী।

ছিটমহলের মানুষ ছিলেন রাষ্ট্রহীন ভূখণ্ডের বাসিন্দা। ছিটমহলের মানুষদের দেশ ছিল না বলা যাবে না, আসলে দেশের সঙ্গে এদের ঠিক যোগ ছিল না। তবে একথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ছিটমহল সমস্যা কিন্তু কোনো উদ্বাস্তু সমস্যা নয় — সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ উদ্বাস্তু মানুষদের মতো আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে হয়নি, একদেশ ছেড়ে অন্যদেশে পাড়ি দিতে হয়নি। তাঁদের জীবন অনেকটা নিজভূমে পরবাসীর মতো। মনে রাখা প্রয়োজন দেশভাগের মতো ছিটমহল কোনো ‘ইভেন্ট’ নয়, এটা একটা প্রোসেস।

‘ছিটমহল’ — বিষয়গত দিক দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি নতুন পরিসর। ছিটমহল-কেন্দ্রিক সাহিত্যের চর্চায় ‘সাহিত্যিক নীরবতা’র প্রসঙ্গ যেভাবে যুক্ত ছিল, ৩১ জুলাই, ২০১৫এর ‘ছিটমহল’ বিনিময় পরবর্তীকালে সেই নীরবতার গণ্ডী ক্রমশ ভাঙতে শুরু করেছে, এটাই বাস্তব। এই ‘নীরবতা’ এবং নতুন করে ছিটমহল-কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ‘ছিটমহলের গল্প’ গ্রন্থের ভূমিকায় বরেন্দু মণ্ডল লিখেছেন —

“৩১ জুলাই ২০১৫-পরে প্রশাসনিক অর্থে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কোনও ছিটমহলের অস্তিত্ব নেই। তুলনায় কম হলেও পার্টিশন নিয়ে, মাইগ্রেশন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু লেখালেখি হলেও, ছিটমহল নিয়ে দীর্ঘদিন কিছুই লেখা হয়নি। ছিটমহল নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে এক ধরনের ‘সাহিত্যিক নীরবতা’ প্রথম থেকেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।”[৩]

শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬) বিশ শতকের সত্তরের বছরগুলির একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। ১৯৭০এর অস্থির সময়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি কলম ধরেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর লেখা প্রথম গল্প ‘অগ্রণী’ প্রকাশিত হয় বিমল মিত্র সম্পাদিত ‘কালি ও কলম’ সাহিত্য পত্রিকায়। শচীন দাশ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের কর্মী। আর তাই কাজের সূত্রে নদীর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক নিবিড় সম্পর্ক। তিনি একজন নদী বিশেষজ্ঞও। তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছে নদী। তাঁর একটি গল্প এবং গল্প সংকলনের নাম — ‘নদী মিথ্যে বলে না’। শচীন দাশের জন্ম ওপার বাংলা নয়, এপারের উদ্বাস্তু কলোনি বাঘা যতীনে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল — লাট অঞ্চলের প্রকৃতি-পরিবেশ, মানুষজন, তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা আছে অন্যদিকে তাঁর লেখার আর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে — দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রাত্যহিকতা ও মুসলিম মানস। তাঁর অনেক গল্পেই উঠে এসেছে — পার্টিশন, সীমান্ত সমস্যা এবং সীমান্ত সংস্কৃতির মতো বিষয়। ছিটমহল সমস্যা মূলত প্রকট আকার ধারণ করে দেশভাগের ফলে। কারণ দেশভাগের ফলে কাঁটাতার নির্মাণ, যা ছিটমহলবাসীর জীবনকে অবরুদ্ধ করে দেয়। আমরা শচীন দাশের ছিটমহল বিষয়ক ৪টি ছোটগল্পের পরিচয় পেয়েছি। সেগুলি হলো —

১। ‘ছিটমানুষের বৃত্তান্ত’
২। ‘ছিটমানুষ’
৩। ‘ছিটপাখি’
৪। ‘ছিটমহলের ভূমি’

আমি ছিটমহলের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের আলোকে গল্পগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি —

ছিটমহলের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য :

প্রাবন্ধিক লতিক হোসেন তাঁর ‘ছিটমহল কেন্দ্রিক সাহিত্য : স্বতন্ত্র প্রকরণের খোঁজে’ প্রবন্ধে ছিটমহলের সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো —

১। ছিটসাহিত্যে অঙ্কিত চরিত্রদের দেশহীনতার কারণে পরিচয়ের সংকট

২। জাতীয়তা পরিবর্তনের নিরিখে চরিত্রদের অন্তর্দ্বন্দ্ব
৩। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরিবর্তিত চিত্র
৪। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসনিক নিরাপত্তার অভাবজনিত সমস্যার উল্লেখ
৫। ইতিহাসের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের দ্বারা ছিট সমস্যার সমাধান বিষয়ে আশাবাদ
৬। নারীপাচার, সন্তান প্রসবজনিত সমস্যার চিত্র
৭। লোককথা, মৌখিক পরম্পরা, 'কোচ' রাজপরিবারের নানান ইতিবৃত্ত
৮। 'রাজওয়ারা' বনাম 'মোগলান'দের দ্বান্দ্বিক পটভূমির চিত্র
৯। নির্দিষ্ট অঞ্চলে বন্দি মানুষের মুক্তির প্রয়াস
১০। লেখকদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, বরং বাইরে থেকে ছিটবাসীদের সমস্যাকে অবলোকন করে তাকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরবার প্রয়াস
১১। অধিকাংশ রচনা প্রতিবেদনধর্মী এবং একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি
১২। ভাষাগত দিক থেকে বাস্তবের সঙ্গে আখ্যানে ব্যবহৃত ভাষার তেমন কোনও সাদৃশ্য নেই[৪]

শচীন দাশের 'ছিটমানুষ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে পরিচয় পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। পরে গল্পটির স্থান হয় ২০১৬ সালে 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের 'পঁচিশটি গল্প' নামক গল্প সংকলনে। শচীন দাশ তাঁর এই গল্পে তুলে ধরেছেন — ছিটমহলের অতি পরিচিত দুই সমস্যা — পিতৃপরিচয়ের সঙ্কট এবং আত্মপরিচয়ের সঙ্কট। গল্পের মূল চরিত্র — আবু তাহের, ছেলে জসীম। অন্যান্য চরিত্রগুলি হলো — আবু তাহেরের দুই মেয়ে শাকিলা, আমিনা, স্ত্রী রহিমা এবং জসীমের ভাড়াটে বাবা — দিলওয়ার হোসেন। ছিটমহলের মানুষ আবু তাহের তাঁর পুত্র জসীমের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে মিথ্যা পরিচয়ের আশ্রয় নিয়ে মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেনের হাতে নিজ পুত্রকে তুলে দেন। গল্পকার দেখিয়েছেন সময়ের ব্যবধানে মূল ভারত ভূখণ্ডের বাসিন্দা জসীম এখন জীবনক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত — তাঁর সরকারি চাকরি এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার। পিতা আবু তাহের ছেলের যে ভবিষ্যতের জন্য নিজ পুত্রকে মিথ্যে পিতৃপরিচয়ের বিনিময়ে অপরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তা সফল। কিন্তু আবু তাহেরের পিতৃসত্তায় দ্বন্দ্ব শুরু হয় যখন পুত্র জসীম দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর ছিটমহলে তাঁর জন্মদাতা বাবা আবু তাহেরের কাছে এসে তাঁর নকল বাবা বা আশ্রয়দাতা বাবা দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যু সংবাদ জানান। আবু তাহেরের পিতৃসত্তায় আরো বড়ো আঘাত লাগে যখন তিনি জানতে পারেন, পুত্র জসীম তাঁকে মূল ভারত ভূখণ্ডে নিয়ে যেতে এসেছেন মৃত দেলোয়ার হোসেনের পরিচয় পত্রে —

"জসীম জানাল, অহনে এইডাই হইল আপনের রক্ষাকবচ! ঠিকানাটা মনে কইর‍্যা রাইখ্যেন। চেকপোস্টে কামে লাগব। আপনেরে জিগাইতে পারে —

কিন্তু দেলোয়ার হোসেন তো গোরে গেছে গিয়া— ... আবু চমকে উঠল। কী কস? আবু বিস্মিত।"[৫]

আবু তাহের একদিন পুত্রের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য আপন পিতৃত্বকে তুলে দিয়েছিলেন দেলোয়ার হোসেনের হাতে। কিন্তু যখন তাঁর আশ্রয় প্রসঙ্গে পুনরায় দেলোয়ার হোসেনের মিথ্যে পরিচয়কে অবলম্বন করার কথা বলেন পুত্র জসীম, তখন আবু তাহের মানতে পারেন নি। আবু তাহের পুত্র জসীমকে বলেন —

"তুই আমারে মিথ্যা পরিচয়ে লইয়্যা যাইতে আছস! মিথ্যা পরিচয়ে আমি যাইতে পারুম না! কুনোদিন যদি সত্য পরিচয়ে লইয়্যা যাইতে পারস তো যাইস!"[৬]

পিতার এই কথার পর জসীম প্রথমে নীরব থাকে। পরক্ষণে কার্ডটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তিনিও পিতার কাছে জানতে চান —

"... তয় আমারে পাঠাইছিলেন ক্যান? ক্যান কন তো। সারাটা জীবন আমিও তো মিথ্যা পরিচয়েই কাটাইয়্যা দিলাম। ক্যান কাটাইলাম —"[৭]

এই আখ্যানে আবু তাহের-জসীমদের যে সমস্যার কথা গল্পকার তুলে ধরেছেন তা আসলে ছিটবাসীদের বাস্তবজীবনের প্রধান সমস্যা।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের অসংখ্য মানুষকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোনো একটি বৈধদেশের নাগরিক হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া আর এক শ্রেণির মানুষ ছিলেন যাঁদের হারাতে হয়নি

কিছুই কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন উভয় রাষ্ট্রের কাছে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় — এঁরা ছিটমহলবাসী। গল্পকার শচীন দাশ তাঁর 'ছিটমানুষ' গল্পে ছিটবাসীদের সেই চিত্রের কথা বলেছেন —

"দেশ ততদিনে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। আর ওই ইংরেজরাও ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের। আর যাবার সময়ে ভাগাভাগি করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দেশটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে গেল। কিন্তু দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল এই খণ্ড জায়গাগুলির কথা। ফলে ছিটকে পড়ল তারা।"[৮]

'ছিটমহলের ভূমি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালের 'পরিচয়' পত্রিকার 'শারদ সংখ্যায়'। পরে গল্পটি ২০১৬ সালে 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের 'পঁচিশটি গল্প' নামক গল্প সংকলনে স্থান পায়। এই গল্পটির বিষয়বস্তু ছিটমহল আন্দোলন ও ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমিতির প্রসঙ্গ। ছিটবাসীদের ছিল না প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশ, ছিল না আশ্রয়, ছিল না স্বাধীনতা — তাঁরা না ছিল ভারতের, না বাংলাদেশের। তাঁরা ছিলেন উভয় রাষ্ট্রের কাছে ব্রাত্য। মূল ভূখণ্ডের মানুষেরা তাঁদের দেখত অবহেলার চোখে। তাঁরা দিন কাটাতেন ভয়ে ভয়ে। 'ছিটমহলের ভূমি' গল্পে পাওয়া যায় ছিটবাসীদের অসহায়তার কথা —

"... এরা কোনও দেশেরই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় না। ফলে ব্রাত্যই থেকে যায়। ফলে চারিদিকে কাঁটাতারেরই বেড়া ও ওই বেড়ার মাঝে শুধু তারা। বেশ কয়েক ঘর ছিটমানুষ। কিন্তু ওদিকে ওই কাঁটার ওপাশে যাওয়ার উপায় নেই। ওটা বাংলাদেশ। আবার এদিকে এই কাঁটারও ওধারেও পা রাখতে পারবে না তুমি। ওটা আবার ভারত। ইণ্ডিয়া। তা এই দুইয়েরই মাঝে যাঁতাকলে পড়ে চিপসে যাচ্ছিল খালেকরা। বছরের পর বছর। অথচ মাঝের এই জায়গাটুকুর বাইরে কোনওদিনই যেতে পারল না তারা। যেন চারদিকের চার নদীর মাঝে একটুখানি চর।"[৯]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধ খালেক মিঞা ছিলেন ছিট আন্দোলনের একজন সক্রিয়কর্মী। খালেক মিঞার পুত্র মনসুর মিথ্যা পরিচয়কে অবলম্বন করে মূল ভারতখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে, সে আর ফিরে আসেনি পিতার কাছে ছিটমহলে। বৃদ্ধ খালেক মিঞা এখন একা, নিঃসঙ্গ। ছিট আন্দোলনের কর্মী খালেক মিঞা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও স্বপ্ন দেখেন ছিট বিনিময়ের। তাই গল্পে দেখি খালেক মিঞার অবচেতনে বার বার দেখা দেয় ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমিতির লোকেরা। কিন্তু বাস্তবে যখন খালেক মিঞার সামনে এসে উপস্থিত হয় ছিটমহল বিনিময় সমিতির সদস্য হয়ে, তখন খালেক মিঞা যেন অন্য কোনো জগতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন — তাঁর প্রাণপাখি দেহ থেকে উড়ান দিয়েছে —

"ভাবছিল বসে খালেক। আর ভাবতে না ভাবতেই চোখের পাতা কখন জুড়ে এল তার খেয়াল নেই। একহাতে একদিকের চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে হাতের ওপর মাথাটা রেখে চুপ করে বসে রইল খালেক।

মাঝে একবার বুঝি বাদলার ঝাপটায় একটু কেঁপে উঠেছিল তার শরীরটা কিন্তু তাতেও কোনও খেয়াল নেই। সে তেমনি কাত হয়েই হাতের ওপরে মাথা রেখে চোখ বুজে রইল।

... কে একজন উঠে আসে এবারে। এবং এসেই খালেকের গায়ে হাত একটা রাখে। আর ওই তাতেই চেয়ার উলটে পড়ে যায় খালেক। এরপর বারান্দায় পড়ে গড়াতে গড়াতে একবারে সেই উঠোনে।

চাচা! কে একজন দৌড়ে যায়। কিন্তু সরকারি কর্তাটি বাধা দেন।

থাক থাক, ওকে এখন আর ডাকবেন না! কেউ থাকলে বরং খবর দিন। ততক্ষণে ছিটমহলের এই মাটিতেই উনি শুয়ে থাক খানিকটা সময়।"[১০]

ছিটমহল স্বাধীনতা লাভ করে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ছিটগুলি দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিটমহলের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এই ছিটমহলের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করতে থাকা অসংখ্য ছিটবাসীদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা তাঁদের জীবিত অবস্থায় ছিটের স্বাধীনতা বা তাঁদের কাঙ্খিত দেশকে দেখে যেতে পারেননি। সেই বাস্তবতাকে শচীন দাশ তাঁর আখ্যানে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

'ছিটপাখি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে 'নন্দন' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। পরে গল্পটি ২০১৬ সালে 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের 'পঁচিশটি গল্প' নামক গল্প সংকলনে স্থান পায়। ছিটমহলবাসীর ছিল না নিজস্ব কোনো শিক্ষালয়, ছিল না হাসপাতাল-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো কোনো সুযোগ সুবিধা। ছিটমহলের কোনো সন্তান যদি পড়াশোনা করতে চাইত তাহলে তাদের আশ্রয় নিতে হতো 'ভাড়াটে বাবা'র কাছে অর্থের বিনিময়ে। বদলে যেত তখন তাদের ঠিকানা, পিতৃপরিচয়। ঠিক একই চিত্র

দেখি যখন ছিটনারীদের সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হতো 'ভাড়াটে স্বামী'র। এই গল্পে লেখক ছিটনারীর সন্তান প্রসবজনিত অসহায়তার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন —

"... খালাসের জন্য যে কদিন হাসপাতালে থাকবে রাবেয়া সে কদিন তার স্বামীও যাবে বদলে।

মানে! হেইয়্যা কী কও? রাবেয়ার চোখে সন্দেহ।

শাকিলা ছিল কাছেই। রাবেয়ার মা। বলল, হ। খায়রুলের বদলে বশির। তার ভাড়াটে স্বামী।"[১১]

আমরা ছিটসাহিত্যের আখ্যানে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে স্বামী ভাড়া নেওয়ার প্রসঙ্গ পাই কিন্তু এই গল্পে শচীন দাশ কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবেয়াকে অসহায় নারী হিসেবে শুধু তুলে ধরেনি — তাঁকে দেখিয়েছেন একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে। তাঁর প্রতিবাদ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তাই সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে ভাড়াটে স্বামী সম্পর্কে সে প্রতিবাদ করেছে —

"আমি হইছিলাম কেমনে? আমি যদি এই ছিটমহলেই দাইয়ের হাতে হইতে পারি তয় আমার বাচ্চাও এইহানে হইতে পারব! জন্ম লইয়্যা হেয় জানুক হেরও কোনও স্বাধীনতা নাই... ।"[১২]

এই গল্পে বশির, ইমানুলরা আসলে দালাল বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। তাই বলা যায় ছিটসাহিত্যের অন্যান্য গল্পের নিরিখে এই গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের, প্রতিবাদের গল্প হয়ে উঠেছে।

'ছিট মানুষের বেত্তান্ত' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। পরে গল্পটি ২০১৬ সালে 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের 'পঁচিশটি গল্প' নামক গল্প সংকলনে স্থান পায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি হলো — মূল ভারত ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাজিবুল ও রহিমুদ্দি এবং ছিটমহলের অসহায় নারী আম্বিয়া। গল্পটির মূল বিষয় ছিটমহলের অসহায় নারী আম্বিয়ার সন্তান প্রসব করতে এসে মূল ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং তদ্‌জনিত সমস্যা ও উত্তরণের ছবি। ছিটমহলবাসীর জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুটি শব্দ — ভাড়াটে পিতা এবং ভাড়াটে স্বামী। ছিটবাসীদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা চেকপোস্টে গিয়ে দালালির কাজ করে, না হয় কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য ফর্ম ফিলআপের মতো কাজগুলি করে থাকে। কিন্তু যাদের পেটে বিদ্যে নেই তারা হয় বর্ডারে চোরাকারবারিদের কাজ করে, নয়তো স্মাগলিং করে । গল্পে দেখি দালাল রহিমুদ্দির হাত ধরে গর্ভবতী আম্বিয়া সন্তান প্রসব করতে মূল ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। রহিমুদ্দিনের মাধ্যমে নাজিবুল দুই হাজার টাকার বিনিময়ে আম্বিয়ার ভাড়াটে স্বামী হয়। তবে ভাড়াটে স্বামী হিসেবে নাজিবুলের একটা গুড রেপুটেশন আছে। গল্পকার নাজিবুল সম্পর্কে বলেন —

"চেহারাটা ছিল সুন্দর। কন্দর্পকান্তি। অতঃপর এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই লাইনেই নেমে পড়া। বছর পঁচিশের নাজিবুল তাই ফেরেনি আর কোথাও। নানান ধান্দায় জীবন কাটিয়েছে। কখনও চেকপোস্টে টুরিস্টদের ব্যাগ টানা, কখনও বা ছিটের পোয়াতিদের ভাড়াটে স্বামী খাটা। তাও কী হত নাকি। সেবারে ভোটের সময়েই তো ভোটার কার্ডটা হয়ে গেল। এখন ওই কার্ডটাই তার মস্ত ভরসা। ভোটের সময় যে পার্টি টাকা দেয় তার হয়েই খাটে। আবার ভোট ফুরোলে এটা-ওটা-সেটা। এভাবেই তো গোটা আটদশটা পোয়াতির স্বামী হল সে। কিন্তু হলেও টাকা নিয়েই সে পালাতে পারেনি। যতক্ষণ না বাচ্চা হয়েছে ও বাচ্চা হয়ে ছুটি হয়েছে প্রসূতির ততক্ষণ সে তার পাশেপাশেই। এজন্য এ লাইনে তার একটা সুনামও ছড়িয়ে পড়েছে। সবাইই তাকে খোঁজে। ভাড়াটে স্বামী হিসেবে তাকে পেতে চায়।"[১৩]

আখ্যানের শেষে দেখি স্বামী পরিত্যক্তা আম্বিয়া সন্তান প্রসব করার পর, তার ভাইয়েরা তাকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে টাল বাহানা করলে সে আর ছিটমহলে ফিরে যায়নি। হয়তো সে আর কোনোদিন ফিরেও যাবে না। আম্বিয়া থেকে গেছে মূল ভারত ভূখণ্ডের নাজিবুলকে আঁকড়ে ধরে। থেকে গেছে হয়তো না-দেশের নাগরিক থেকে হ্যাঁ-দেশের নাগরিকত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায়, নয়তো ভালবাসার এক অমোঘ আকর্ষণে — তা কে বলতে পারে।

এভাবেই শচীন দাশের গল্পে উঠে এসেছে ছিটবাসীদের সংকট, অনিশ্চিত জীবন-যাপনের কথা। আজ ছিটবাসীরা স্বাধীন, তারা বৈধ দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছে কিন্তু তারা তাদের কাঙ্খিত দেশ পেয়েছে কিনা তা জানা-বোঝার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে হয়তো আরো কিছু দশক। ছিটবাসীদের প্রধান সংকট আত্মপরিচয়ের সংকট, এছাড়া আছে — নিরাপত্তাজনিত অভাব, উদ্বাস্তু জীবনযন্ত্রণা, নারী নির্যাতন, রাষ্ট্রহীনতার সংকট, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বন্দি মানুষের মুক্তির প্রয়াস। ৩১ জুলাই ২০১৫ রাত ১২টার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছিটমহলবাসীরা স্বাধীনতা পায়। বিগত ৮ বছরে ছিটমহলের জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলেছে। আর তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে ভারত ও বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট মানবিক, সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

তথ্য সূত্র :

১। ‘কাঁটাতারে অবরুদ্ধ ছিটমহল’, এ. এস. এম. ইউনুছ, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ১৩-১৪

২। ‘এখন যা লিখছি’, অমর মিত্র, সুশীল সাহা সম্পাদিত, ধারাভাষ্য, প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১৫

৩। ‘ছিটমহলের গল্প’, বরেন্দু মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সোপান, ২০১৮, পৃ. ১

৪। ‘বেরুবাড়ি তিনবিঘা ছিটমহল ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি’, রাজর্ষি বিশ্বাস সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৫। ‘পঁচিশটি গল্প’, শচীন দাশ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, যূথিকা বুক স্টল, জানুআরি ২০১৬, পৃ. ৫৭

৬। ওই

৭। ওই

৮। ওই, পৃ. ৫১

৯। ওই, পৃ. ১৮১-৮২

১০। ওই, পৃ. ১৮৪

১১। ওই, পৃ. ৬৫

১২। ওই, পৃ. ৬৭

১৩। ওই, পৃ. ১৭২

আকর গ্রন্থ :

১। শচীন দাশ, ‘পঁচিশটি গল্প’, যূথিকা বুক স্টল, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুআরি ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত, ‘ছিটমহলের গল্প’, সোপান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৩১ জুলাই ২০১৮

২। রাজর্ষি বিশ্বাস সম্পাদিত, ‘বেরুবাড়ি তিনবিঘা ছিটমহল ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি’, গাঙচিল, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৮

৩। দেবব্রত চাকী, ‘ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ : ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল’, সোপান, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ ২০১৬

৪। খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমদ, ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ (১ম খণ্ড)। কোচবিহার স্টেট প্রেস ১৯৩৬, নতুন সংস্করণ, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০

৫। মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, ‘বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল অবরুদ্ধ ৬৮ বছর’, ঢাকা ১২১৫, প্রথমা প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, জানুআরি ২০১৯

৬। এ. এস. এম. ইউনুছ, ‘কাঁটাতারে অবরুদ্ধ ছিটমহল’, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

৮। অমর মিত্র, ‘হারানো দেশ হারানো মানুষ’, সোপান, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৭

৯। সানজিদা আখতার, ‘বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ’, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ ২০০২

১০। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দেশভাগ দেশত্যাগ’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, জানুআরি, ২০১৬

১১। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা’, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০১

১২। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘স্মৃতিসত্তায় দেশভাগ’, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বুকপোস্ট সংস্করণ, নভেম্বর, ২০২২

১৩। অশ্রুকুমার সিকদার, ‘ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৮

১৪। অশীন দাশগুপ্ত, ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, জানুআরি ১৯৮৯

পত্রিকাপঞ্জি :

১। সুব্রত রায় চৌধুরী সম্পাদিত, ‘তথ্যসূত্র’, কলকাতা, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-২য়, পৌষ-১৪২৭

২। দীপঙ্কর মল্লিক সম্পাদিত, ‘তবু একলব্য’, বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-৩৮, মার্চ-২০২০

লেখক পরিচিতি :

সামিরুল ইসলাম : বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।